অভিসরণ / ABHISARON
A Multilingual International Peer-Reviewed Research Journal
Volume 1, Issue II, July 2026, PP. 103-108
www.abhisaron.com
ISSN-3139-4027(Online)
DOI - https://dx.doi.org/10.67757/abhisaron.2026.v1i2.014

MANASTATYER ALOKE KHUKI CHORITRA : PRASANGO MOTI NANDIR 'ATMABHUK' CHOTOGALPA / মনস্তত্ত্বের আলোকে ‘খুকি’ চরিত্র : প্রসঙ্গ মতি নন্দীর ‘আত্মভুক’ ছোটোগল্প

SUTAPA PAUL / সুতপা পাল
গবেষক, বাংলা বিভাগ, মেদিনীপুর কলেজ (অটোনমাস)
Email: paulsutapa.1993@gmail.com

Accepted: 07.07.2026
Published: 20.07.2026

Keywords: অস্তিত্বের সংকট, অবদমিত ইচ্ছা, আত্মভক্ষণ, বৈভবের স্বাদ, সামাজিক ঘাটতি, বয়ঃসন্ধিক্ষণ, অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা, মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি।

Abstract:

বাংলা কথাসাহিত্যে বিশ শতকের পাঁচের দশকের এমন একজন শক্তিশালী লেখক মতি নন্দী, যিনি সাহিত্যে ভিন্ন ধর্মী স্বাদ আনয়নের শ্রেষ্ঠ রূপকার। যিনি সমাজ বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে মধ্যবিত্ত মানুষের মনোজগতের একজন দক্ষ চিত্রকর। খুব অল্প কথায় তাঁর গল্প উপন্যাসের ছোট থেকে বড় সকল বয়সের চরিত্রের তিনি গভীর মানসিক সত্যকে অত্যন্ত নিপুণভাবে প্রকাশ করার একজন দক্ষ কারিগর। তাঁর সাহিত্যের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তিনি মানুষের অবদমিত ইচ্ছে, আত্মগ্লানি, হতাশা, আত্মপরিচয়ের সংকট, আত্মবিনাশের প্রবণতা - এমন সব অনুভূতির কথা টেনে বের করে এনে গভীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরে দেখিয়েছেন আধুনিক নগর জীবনের সংকটকে। আলোচ্য ‘আত্মভুক’ গল্পেও মতি নন্দী একটি নিম্নবিত্ত পরিবারের বয়ঃসন্ধিক্ষণের বালিকার আত্মপরিচয়ের সংকট থেকে আত্মমর্যাদার ভক্ষণের কাহিনি পরিবেশন করেছেন। বালিকার সেই কাহিনিকে কেন্দ্র করেই কিছু মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এই প্রবন্ধের উপজীব্য বিষয়।

Discussion:

শহরবাসী গলি জীবনের সংকট, বিবর্ণ জীবনচিত্র থেকে মধ্যবিত্তের ঘুরে দাঁড়ানোর কাহিনি নিয়েই বিংশ শতাব্দীর পাঁচের দশকের কথাকার মতি নন্দীর সাহিত্যে আগমন। যেহেতু উত্তর কলকাতার তারক চ্যাটার্জী লেনে তাঁর বসবাস, তাই সমকালের উত্তর কলকাতাই তাঁর আখ্যানসমূহের একমাত্র পটভূমি। কখনো এই চেনা পরিবেশের বাইরে গিয়ে তাঁর মন চায়নি সাহিত্য রচনা করতে। আর এই পরিবেশ পটভূমিতেই দাঁড়িয়ে জীবন সম্পর্কে, সমাজ সম্পর্কে তাঁর যাবতীয় অভিজ্ঞতা তাঁর লেখনীর উপজীব্য হয়ে ওঠে। কলকাতার অলিতে গলিতে নিয়মিত ফুটবল-ক্রিকেট দেখতে দেখতে খেলাকেই তিনি কলমের ডগায় এনে উত্তেজনা জাগালেন মধ্যবিত্তের রক্তে, জীবনে। বিশ্বাস করালেন, চেষ্টা করলে মানুষ বহু যন্ত্রণার মধ্যেও জিততে পারে, সে মাঠের খেলা হোক বা জীবনের খেলা। অর্থাৎ একইসঙ্গে খেলার উত্থান-পতনের মতো, মানুষের অন্তর্জগতের যে খেলা, তার যে উত্থান-পতন, টানাপোড়েন তাকেও তিনি তাঁর সাহিত্যে অধিক গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরলেন। তৎকালীন সমাজে ঘটে যাওয়া একের পর এক ঘটনা যেমন- ৪৬-এর দাঙ্গা, দেশভাগ, দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, নকশাল বিপ্লব ইত্যাদি নানান সামাজিক অস্থিরতায় যখন বিপর্যস্ত নিম্ন-মধ্যবিত্তের জীবন, তখন তাদের জীবনের নানান ফাঁকি, কৃত্রিমতা নিয়েও তিনি লিখলেন একের পর এক গল্প-উপন্যাস। লিখলেন সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে। এ বিষয়ে তাঁর সম্পর্কে পূর্ণেন্দু পত্রীর মন্তব্যটি যথার্থ -'চারপাশের সামাজিক নিষ্ঠুরতাই তাকে বানিয়ে দেয় এক লেখা থেকে আরেক লেখায় এগিয়ে যাওয়ার লেখক'।[১] আসলে পরিবর্তমান সমাজ কাঠামোয় মানুষের জীবনগত সমস্যার পরিবর্তন ঘটে। তার ফলে পরিবর্তন হয় মানুষের রুচি, চিন্তা, জীবনবোধেরও। মানুষের এই অভিযোজনগত পরিবর্তনকে কেন্দ্র করেই কিশোর-কিশোরী থেকে শুরু করে যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সবারই মনোজগতের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন তিনি। তাঁর অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসেই মানুষের মনের অবদমিত ইচ্ছা, হতাশা, অস্তিত্বের সংকট চিন্তা এমন নানান অনুভূতি মনস্তত্ত্বের আলোকে উঠে এসেছে। আলোচ্য 'আত্মভুক' গল্পেও পনেরো বছরের এক কিশোরীকে কেন্দ্র করে এমনই এক গভীর মনস্তত্ত্বের ছবি তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পাঠকের সামনে এনেছেন। সেই কিশোরীর অন্তর্জগতই আমার আলোচ্য প্রবন্ধের উপজীব্য বিষয় । 'আত্মভুক' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল, যে নিজেকেই নিজে গ্রাস করে বা যে আত্মভক্ষণকারী। রূপকার্থে 'আত্মভুক' হল নিজের ভেতরের দুর্বলতা বা মানসিক সংকটের দ্বারা নিজেই নিজের ক্ষতি করে এমন ব্যক্তি। এই প্রবণতা মূলত কিশোর বয়সের এমন এক মানসিক অস্থিরতা, যা আত্মপরিচয়ের সংকট, মনোযোগ পাওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা থেকেই উদ্ভূত হয়। আসলে কিশোর বয়স এমন একটা সময়, যখন একজন কিশোর বা কিশোরী নিজের একটা নিজস্ব পরিচয় তৈরি করতে চায়। সে চায় সবাই তার সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করুক। তাই কথা দিয়ে, নানান গল্প দিয়ে, নানান কাজকর্ম দিয়ে সে অন্যকে প্রভাবিত করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় Attention Seeking Behaviour. মতি নন্দীর 'আত্মভুক' গল্পের বছর পনেরোর খুকি এমনই একটি কিশোরী চরিত্র। যার ঘাটতি রয়েছে সামাজিক দক্ষতায়, যার ঘাটতি রয়েছে অর্থনৈতিক সচ্ছলতায়। সাধারণ নিম্নবিত্ত পরিবারে সে বড় হয়েছে। পুরনো একটা একতলা বাড়িতে ভাড়া থাকে তারা। যে বাড়ির সিমেন্ট ওঠা, শ্যাওলা পড়া উঠোনে রোদ লাগে না, আলো আসে না, হাওয়া খেলে না। খুকির চঞ্চল কিশোরী মন এমন এক বদ্ধ ঘরে থেকে মাছির মতো ছটফট করে। তার স্যাঁতস্যাঁতে জীবনে সে চায় বৈভবের আলো। আর তার এই একঘেয়ে হাঁফ ধরা জীবনে একটুখানি শান্তি এনে দেয় তার পাড়ার হালদার বাড়ি। 'এ পাড়ায় ওই একটি

বাড়িতেই ওপর দিকে তাকালে ধবধবে দেওয়াল দেখা যায়। নতুন কালির গন্ধ এখনো ফুরোয় নি। ওতো তো হাওয়া'।[২] তার খুব ইচ্ছা করে এমন বাড়ির মেয়ে হয়ে থেকে যেতে। হালদার বাড়িতে তার ঢুকে পড়া, টিকে

থাকাটা সহজ হতো যদি সেই বাড়ির কোনো মেয়ে তার বয়সী হত। তাহলে বন্ধুত্বের খাতিরে, খেলার সঙ্গী হিসেবে সে সেখানে সহজে, অবাধে যেতে পারত দিনের পর দিন। কিন্তু সে সুযোগ যখন নেই, তাই সে প্রাণপণ চেষ্টা করে সেই বাড়ির গিন্নি, বউদের মনোযোগ পেতে। বিনিময়ে সে শুধু চায় হালদার বাড়ির বৈভবের সাময়িক সুখ। হালদার বাড়ির বিলাসবহুল উপকরণ দেখে সে মনে মনে ভাবে 'দিনের পর দিন বছরের পর বছর ঘুমিয়ে থাকতে পারে সে এমন একটা ঘর পেলে'।[৩] কিন্তু একটা সংশয়, একটা ভয় তাকে সর্বদাই তাড়া করে। তার মতো অতি সাধারণ একটি অন্য বাড়ির মেয়ে হালদার বাড়িতে সর্বদা থাকার অধিকার পাবে কেন? এই সংশয় তার কাছে একটা বড় সমস্যা। তার সমাধান সূত্র হিসেবে সে নিজেকে হালদার বাড়ির মেয়েদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে চায়। আর এই গ্রহনযোগ্য হওয়ার উপায় হিসেবে সে বেছে নেয় হালদার বাড়ির গিন্নি এবং দুই বউয়ের কাছে সমগ্র পাড়া প্রতিবেশীদের খবর অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করাকে। সে এড়িয়ে চলে তার অন্যান্য প্রতিবেশীদের, যারা তারই মতো দম বন্ধ করার স্যাঁতস্যাঁতে ভ্যাপসা ঘরে বসবাস করে। অথচ সেই ভ্যাপসা ঘরেরই খবরা-খবর সে সঙ্গে নিয়ে যায় হালদার বাড়ির গিন্নি-বউদের কাছে। তাদের সেই খবর শুনিয়ে দিনের পর দিন তাদের বিস্ময় করা চোখ মুখ দেখে সে তৃপ্ত হয়। কিন্তু তাদের ছোট্টপাড়ায় হাতে গোনা কয়েকটা পরিবারের বসবাস। সেই ছোট্ট পরিসরে কত খবর বা কত ঘটনা ঘটতে পারে যে, সেটা দিয়ে সে রোজ রোজ নিত্য নতুনভাবে হালদার বাড়ির বউদের মনের খোরাক মেটাতে পারবে? তাই একসময় দেখা যায়, কয়েকজনের কথা বিভিন্নভাবে শুনতে শুনতে হালদার বাড়ি বিরক্ত হতে শুরু করেছে। তাদের আচরণে খুকি বুঝতে পারে খুকির এই খবর তাদের কাছে আর গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না। তারা খুকিকে এড়িয়ে চলতে শুরু করে। আর এই গুরুত্ব পাওয়ার পর গুরুত্বহীন হয়ে পড়ার যন্ত্রণা খুকির কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে। হতাশায় তিন-চারদিন সে হালদার বাড়ি যাওয়া বন্ধ করে দেয়। তারপর একদিন প্রতিবেশী 'ডলুর সর্বনাশে'র কথা সঙ্গে নিয়ে গিয়ে সে হালদার বাড়িতে গুরুত্ব পাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু ব্যর্থ হয়, এ খবরেও হালদার বাড়ি তাকে গুরুত্ব না দিলে সে আঘাত পায়। আঘাত পেয়ে সে কাঁদতে শুরু করে। আর তার এই কান্নাই হালদার বাড়ির চোখে মুখে আবার বিস্ময় ফেরায়। তা দেখে সে প্রবল উৎসাহে অবলীলাক্রমে বলে ফেলে 'আমার, আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে'।[৪] এবার সে সফল হয়। হালদার বাড়ির ছোটবউ কৌতূহলে ফেটে পড়ে। একজন পনেরো বছর বয়সী কিশোরীর সর্বনাশ যে কোন কুৎসিত ইঙ্গিত বহন করে তা খুকি খুব ভালোভাবেই জানত। তবুও হালদার বাড়ির প্রাচুর্যের সাময়িক স্বাদ পেতে, সেই বাড়ির আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকার ধারাবাহিক সুখকেই সে সেই মুহূর্তে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে মনে করে। সেই মুহূর্তে সে নিজেকে কলুষিত উপকরণ হিসেবে তাই সেই বাড়িতে উপস্থাপন করে। কোনো সুস্থ মানুষ এভাবে নিজের আত্মসম্মান অবলীলায় বিকিয়ে দিতে পারে? গল্পের খুকি আমাদের মনে প্রশ্ন জাগায় বয়ঃসন্ধিক্ষণের এই আচরণ কোনো মানসিক অসুস্থতাকে চিহ্নিত করে কি? কিংবা খুকির আচরণের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ঠিক কী হতে পারে?

গল্পটি পড়লে খুকি চরিত্রের দুটো বিষয় খুব সহজেই বোঝা যায় যে, খুকির বাড়ির অর্থনৈতিক দুর্বলতা তাকে পীড়া দেয় এবং সেখান থেকে সে বের হতে চায়। আর অন্য বিষয়টি হল তার বয়স। সে যে বয়সের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তাতে ভালো-মন্দ বোঝার ক্ষমতা খুব কম থাকে। ভবিষ্যৎ পরিণতির কথা এ সময়ে কিশোর-কিশোরীরা

ভেবে দেখেনা। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী তথা চিকিৎসক সিগমন্ড ফ্রয়েডের উদ্ভাবিত 'ব্যক্তিত্বের মনোবিশ্লেষণ তত্ত্ব' থেকে খুকি চরিত্রের বা ব্যক্তিত্বের একটা স্পষ্ট ধারণা পাওয়া সম্ভব হবে বলে মনে হয়। ফ্রয়েডের মতে, মানুষের মনের স্তর তিন প্রকার - চেতন(conscious), অচেতন(Sub-conscious), অবচেতন

(Unconscious) । এর মধ্যে চেতন এবং অবচেতন বিষয়টি মানুষের মনের ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। 'চেতন' হলো মন যে বিষয়ে অবগত, আর 'অবচেতন' হল মন যে বিষয়ে অবগত নয়। ফ্রয়েড বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বলেন যে, মানুষের ব্যবহার বা আচরণ নির্ভর করে এই 'অবচেতন' বা unconscious স্তরের ওপর। আর এই unconscious mind নির্ভর করে Structure of Personality - র ওপর । যাকে তিনি তিনটে উপাদানে ভাগ করেছেন -

১) ইদ - আমাদের মনের যা কিছু খারাপ বা ভালো চিন্তা আসে তা এই ইদের কারণে। এর কারণে মনে হয় আমাদের ইচ্ছে পূরণ করতেই হবে। ইদ কোন নিয়মে বিশ্বাস করে না।

২) সুপার ইগো - মনের সাধুতার দিক। যা নীতিগত দিক গুলোকে বিশ্বাস করে।

৩) ইগো - এটি ইদ এবং সুপার ইগোর ব্যালেন্স করে। Reality কে প্রাধান্য দেয় বেশি।

আর এই ইগো যেভাবে ইদ এবং সুপার ইগোর মধ্যে ব্যালেন্স করে তাকে বলা হয় 'ডিফেন্স মেকানিজম' (Defense Mechanisms) । এই বিষয়টিকেও ফ্রয়েড ১০ টি ভাগে ভাগ করেছেন -

1. Denial
2. Displacement
3. Fantasy
4. Identification
5. Isolation
6. Projection
7. Rationalization
8. Reaction formation
9. Repression
10. Sublimation

এটা হল ফ্রয়েডের 'পার্সোনালিটি ডেভলপমেন্টে'র থিওরি।

এবার ফ্রয়েডের এই মনের স্তর ভেদের বিষয়টিকে যদি খুকি চরিত্র দিয়ে বিচার করা যায়, তাহলে প্রথমেই লক্ষ্য রাখতে হবে খুকির অবচেতনের চাহিদার দিকটিতে। স্বীকৃতি , ভালোবাসা বা গ্রহণযোগ্যতা পাবার একটা গভীর আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে খুব সক্রিয়ভাবে কাজ করে। তার অর্থনৈতিক দুর্বলতা তাকে হালদার বাড়ির প্রাচুর্যের লোভে ফেলে দেয়। ফলে সে হালদার বাড়ির মহিলা মহলের কাছে গুরুত্ব পেয়ে সেই বাড়িতে অন্তত কিছুক্ষণ উপস্থিত থাকার সাময়িক তৃপ্তিকে ধারাবাহিক রাখতে চায়। মূলত তার মনের 'ইদ' উপাদান চায় সেই তাৎক্ষণিক তৃপ্তি। কিন্তু 'ইগো' উপাদান যেহেতু বাস্তবতাকে বিবেচনা করে, তাই খুকির মনে 'ইগো' উপাদান থেকে এই চিন্তা আসে যে, সে পর জন হয়ে কেন দিনের পর দিন হালদার বাড়িতে এই স্বল্প সময়ের জন্য হলেও থাকার অধিকার পাবে? বা গুরুত্ব পাবে? অন্যদিকে তার 'সুপার ইগো' তাকে বলে সবার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হতে হবে কিন্তু নৈতিক মানদন্ড মেনে। কিন্তু খুকির মধ্যে এই নীতিবোধকে কাজ করতে প্রবলভাবে বাধা দেয় তার অবচেতনের অপূর্ণ চাহিদা। তার অবচেতনের অপূর্ণ কামনা-বাসনা সবসময়ই আত্মসুখ চরিতার্থ করার উপায় খোঁজে। সুযোগ খোঁজে।

ফলে উপযুক্ত পরিবেশ পেলে সে সেই সুখ পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। তখন তার চেতন স্তর প্রতিবেশীদের নানান খবর রঙ চড়িয়ে পরিবেশন করার কাজটাকেই সঠিক বলে মনে করে। ইচ্ছে পূরণ করার অসম্ভব জেদ তখন তার ভালো-মন্দ বিচার বোধের ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ণ করে। আর তখনই এক ধরনের মানসিক বিকৃতির জন্ম হয়। আর এ ব্যাপারে ফ্রয়েড 'ডিফেন্স মেকানিজম'এর যে বিষয়টির কথা বলেছেন, তার প্রথম দুটি ধাপ খুকি চরিত্রে স্পষ্ট - প্রথমত(Denial), সে তার realityকে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না, তার জীবনের স্যাঁতস্যাঁতে বাস্তবতাকে সে এড়িয়ে চলতে চায়।

দ্বিতীয়ত, সে চায় Displacement, অর্থাৎ বৈভবের স্বাদ পাওয়ার ইচ্ছে নিজের বাড়িতে পূরণ না হওয়ায় Displacement হিসেবে সে চায় হালদার বাড়ির বৈভবের সাময়িক সুখটুকু। খুকির 'আত্মভুক' হওয়ার মনোবিজ্ঞানসম্মত কারণ এটাই। এবার খুকির বয়সের দিকে লক্ষ্য রাখা যাক। এ বিষয়ে ফ্রয়েডের অনুগামী মনোবিজ্ঞানী এরিক এরিকসনের 'Psycho-social Develpoment' তত্ত্বে খুকিকে বুঝে নেওয়া যেতে পারে। এরিকসন ফ্রয়েডের 'ইদম এবং অহমের মধ্যে নির্জ্ঞান দ্বন্দ্ব'কে গুরুত্ব না দিয়ে, গুরুত্ব দিলেন 'অহমের চাহিদার সঙ্গে সমাজের চাহিদার দ্বন্দ্বকে' অর্থাৎ ব্যক্তির অহম(ইগো) সত্তার সঙ্গে সামাজিক পরিবেশের সংঘাতকে। এবং এরিকসনের মতে, এই দ্বন্দ্বের নিরসনের মধ্য দিয়েই একজন ব্যক্তি তার বয়সের কিছু স্তর পেরিয়ে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে ঘটাতে এগিয়ে চলে। তাই তিনি বয়স অনুযায়ী এই বিকাশকে ভাগ করলেন । ভাগটি এরকম -

১) প্রারম্ভিক পর্যায় (০-৫ বছর বয়স)

২) প্রাক বয়ঃসন্ধিক্ষণ পর্যায়(৬-১১ বছর বয়স)

৩) বয়ঃসন্ধিক্ষণ বা কৈশোর পর্যায় (১২ - ১৮ বছর বয়স)

৪) পরবর্তী পর্যায় (১৮ -৬৫ ঊর্ধ্ব বয়স) ।'[৫]

গল্পের ১৫ বছরের খুকি বয়ঃসন্ধিক্ষণ সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তা স্পষ্ট। এই সময়টাকে এরিকসন বলেছেন 'আত্মপরিচয় বনাম পরিচয় বিভ্রান্তির দ্বন্দ্বকাল'। আমরা জানি এই সময়ে কিশোর-কিশোরীর আচার-আচরণ, চিন্তাভাবনার মধ্যে অনেক অস্থিরতা কাজ করে। তখন মন অনেকটা অপরিণত থাকে। এসময় কিশোর কিশোরীরা চায় মুক্ত পরিচিতির সন্ধান। তারা অনেক বিষয়ে হীনমন্যতায় ভোগে। গল্পের খুকির হীনমন্যতা ছিল তার অসচ্ছল পরিবারের পরিচিতি নিয়ে। সেখান থেকে সে একদণ্ড মুক্তি পেতে চেয়েছে। আর এই হীনমন্যতার অনুভূতি কাটিয়ে ওঠার প্রচেষ্টা ছিল তার হালদার বাড়ির কাছের হওয়ার মাধ্যমে। হালদার বাড়িতে তার অবাধ যাতায়াত নিয়ে সে গর্বও করেছে নিজের মা থেকে প্রতিবেশী জেঠিমার কাছে। তার স্পষ্ট উল্লেখ গল্পে রয়েছে। সে মনে মনে ভেবেছে 'নীচু নোংরা বাড়ি আর মানুষগুলোর হাত থেকে কিছুক্ষণের জন্যও তাকে রক্ষা করেছে হালদার বাড়ি'।[৬]

সুতরাং খুকির হালদার বাড়ির কাছে গুরুত্ব পাওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষাকে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বে অবচেতনের মানসিক চাহিদা বলে যেমন ধরা যায়, তেমনি এরিকসনের তত্ত্বে আত্মপরিচয় বা সামাজিক স্বীকৃতি অর্জনের প্রক্রিয়ার একটা অংশ বলেও মনে করা যায়। এই দুই তত্ত্বের ব্যাখ্যা একে অপরের পরিপূরক। এবং খুকির ক্ষেত্রে এই দুই মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা তার কিশোরী বয়স বা বয়ঃসন্ধিক্ষণকালের উপর ভিত্তি করেই। বলাবাহুল্য, যেসব মানুষ নিজেদের অস্তিত্ব, মূল্যবোধ এবং জীবনের অর্থ খুঁজতে গিয়ে মানসিক টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করে মতি নন্দী আশ্চর্য কুশলতায় তাঁর গল্প-আখ্যানে সেই সব মানুষজনের বাস্তবধর্মী মনোবিশ্লেষণ করেছেন। উত্তর কলকাতার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করা জীবনের বাহ্যিক ঘটনার তুলনায় চরিত্রের মানসিক আন্দোলন

তাঁর সাহিত্যে প্রাধান্য পেয়েছে বরাবর। পূর্ণেন্দু পত্রী বলেছেন, 'কানা গলি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে দেখতে পেয়ে যায় তার চরিত্র। তারপরই শুরু হয় নিঃশব্দ অথচ অনুসন্ধিৎসু অনুসরণ'।[৭] এমন অনুসন্ধিৎসু অনুসরণ প্রবণতা নিয়েই তিনি বিশেষভাবে কিশোর-কিশোরীর মনোজগতের এক গভীর পর্যবেক্ষক হয়ে ওঠেন। কৈশোরের মানসিক দ্বন্দ্ব, পরিচয় সংকট, আত্মসম্মানবোধ স্বপ্ন, আশা, ভয় সবটা বিশ্লেষণ করে তিনি চরিত্রগুলিকে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেন অনেক বেশি বাস্তব, বিশ্বাসযোগ্য এবং জীবন্ত করে। এই মনস্তাত্ত্বিক গভীরতাই মতি নন্দীকে বাংলা কথাসাহিত্যে এক স্বতন্ত্র লেখকের মর্যাদায় পৌঁছে দেয়।

Reference:

১) মজুমদার কল্যাণ (সম্পাদক) প্রমা, বিশেষ মতি নন্দী সংখ্যা, ১৪১৫, ২৯তম বর্ষ, পৃষ্ঠা -১৯
২) চক্রবর্তী মান (সম্পাদক), মতি নন্দী ছোটগল্প সমগ্র, দীপ প্রকাশন, প্রকাশ-১ লা বৈশাখ, ১৪২০, পৃষ্ঠা - ১০৫
৩) ঐ, পৃষ্ঠা - ১০৬
৪) ঐ, পৃষ্ঠা - ১১৩
৫) পাল দেবাশিস, ধর দেবাশিস, দাশ মধুমিতা, ব্যানার্জি পারমিতা, পাঠদান ও শিখনের মনস্তত্ত্ব, রীতা বুক এজেন্সি,প্রথম প্রকাশ- জুলাই, ২০০৫, 43, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা -9
৬) চক্রবর্তী মানস (সম্পাদক),মতি নন্দী ছোটগল্প সমগ্র, দীপ প্রকাশন, প্রকাশ-১ লা বৈশাখ, ১৪২০ ,পৃষ্ঠা- ১১৩
৭) মজুমদার কল্যাণ (সম্পাদক) প্রমা, বিশেষ মতি নন্দী সংখ্যা, ১৪১৫, ২৯তম বর্ষ, পৃষ্ঠা -১৯

Bibliography:

আকর গ্রন্থ:

১) মতি নন্দী ছোটগল্প সমগ্র , মানস চক্রবর্তী (সম্পাদক) , দীপ প্রকাশন, প্রকাশ- ১লা বৈশাখ , ১৪২০

সহায়ক গ্রন্থ:

১) অরূপ রতন বসু , (ভাষান্তর) সিগমুণ্ড ফ্রয়েড, দীপায়ন, জুলাই, ২০০৭
২) ড. দেবাশিস পাল, ড. দেবাশিস ধর, ড. মধুমিতা দাশ, ড. পারমিতা ব্যানার্জি , পাঠ দান ও শিখনের মনস্তত্ত্ব, রীতা বুক এজেন্সি, প্রথম প্রকাশ- জুলাই, ২০০৫, 43 বেলিয়াটোলা লেন, কলকাতা -৯

সহায়ক পত্রিকা:

১) কল্যাণ মজুমদার (সম্পাদক), বিশেষ মতি নন্দী সংখ্যা, প্রমা, ২৯ তম বর্ষ , ১৪১৫

CC BY NC